দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

বর্ষ- ১ম, সংখ্যা- ২য়, প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২২

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পূনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাংলাদেশের উপক,লে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের লক্ষ্যে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি যোগানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন এক সমাজ ব্যাবস্থা তথা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যেখানে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

১. দারিদ্র একটি মানবিক বঞ্চনা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের মানুষের দারিদ্র বহুমাত্রিক। দারিদ্র একদিকে যেমন নিজেই একটি বঞ্চনা তেমন অন্য অনেক বঞ্চনার কারণ। যেমন: একজন মানুষের শিক্ষা নেই কারণ সে দরিদ্র; তার স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা কম; কারণ সে দরিদ্র, তার আয়ের সংস্থান নেই কারণ সে দরিদ্র। এভাবে দারিদ্র একটা চক্রের মতো একটার সাথে একটা সংযুক্ত।

বিভিন্ন সময়ে দারিদ্রকে মোকাবেলা ও দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

'দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি কর্মসূচি) তেমনই একটি বহুমাত্রিক কর্মসূচি।

পৃ. নং: ০১

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মূল উপজীব্য হচ্ছে মানুষকে উন্নততর জীবনযাপন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করা ও প্রতিটি মানুষকে মানবিক মর্যাদায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা। এই কর্মসূচির স্বপ্ন দ্রষ্টা অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তাঁরই পথনির্দেশনায় পিকেএসএফ তার নির্বাচিত সহযোগী এনজিওদের সহায়তায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ দ্বীপাঞ্চলে কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কার্যকরী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি পর্যবেক্ষণ দল বিগত সেপ্টেম্বর ২০২২ এর বিভিন্ন সময়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত তিনটি ইউনিয়ন ধানসিঁড়ি, চানন্দী ও নিঝুম দ্বীপ পরিদর্শন করে। এই পরিদর্শন দলের পর্যবেক্ষণ থেকে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

২. বর্তমানে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা তিনটি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

ইউনিয়ন	খানা	জনসংখ্যা
চানন্দি	১৬,৭৬২	৮১,১২৪
ধানসিঁড়ি	৭৪৫১	৫১,০০০
নিঝুমদ্বীপ	৬৩৪৫	৪০,৬২৮

৩. তিনটি ইউনিয়নে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে:
দারিদ্র দূরীকরণের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর ইউনিয়নকে লক্ষ্যভুক্ত করে স্থানীয় মানুষের জীবনযাপন, জীবিকা, পরিবেশ ও চাহিদা বিবেচনা করে এই কর্মসূচির করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে পরিবারসমূহ কেবল উপকারভোগী নয় তারা এই কর্মসূচির অংশীদার। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়াও এই কর্মসূচি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রনালয়ের সাথে নিয়মিত সম্বনয় হচ্ছে। ফলে এটা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের দারিদ্রকে বিদায় করার এক আন্দোলনে।

ইউনিয়নের মানুষের দারিদ্রকে সামগ্রিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে--

- শিক্ষা কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম;
- পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম;
- আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম;

- বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম;
- আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রম;
- সৌরবিদ্যুৎ ও বন্ধু চুলা কার্যক্রম;
- শতভাগ স্যানিটেশন ও হাতধোয়া কার্যক্রম;
- ঔষধি গাছ চাষাবাদ কার্যক্রম;
- বসত বাড়িতে সবজিচাষ কার্যক্রম;
- কেচোঁ সার উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রম।

এছাড়াও সংস্থার নিজস্ব ব্যাবস্থাপনায় সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচিতে সরকারকে সহায়তা দান, খাস জমিতে নদী সিকস্তী পরিবারের অভিগম্যতা তৈরি ও প্রাপ্তিকে সহায়তা করা ও গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানির সহজলভ্যতা, রেডিও সাগরদ্বীপের মাধ্যমে বিছিন্ন দ্বীপে দরিদ্র মানুষের তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে সচেতনতা তৈরি, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও ত্রাণ সহায়তা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

৪. দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা তিনটি সমৃদ্ধি ইউনিয়নে ৩০ হাজারের বেশি খানাতে এই কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। দুটি উপায়ে এই কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করা হয়। একটি প্রাতিষ্ঠানিক সভা আয়োজনের মাধ্যমে আর একটি সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে এমন বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে।
পুরো সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে সপ্তাহব্যাপী সভা, সাক্ষাতকার, পর্যবেক্ষণ, মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট পরিবার, শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক খোলামেলা ভাবে তাদের চাহিদা, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন।
এলাকা পরিদর্শন ও প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার মধ্য দিয়ে যে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে----

পৃ. নং: ০২

ইতিবাচক দিক:

- পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে;
- বেশিরভাগ বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে;
- স্বাস্থ্য সেবিকারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য,পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কথা বলার কারণে এই পরিবারগুলোতে রোগবালাই কম হচ্ছে;
- নারীদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা নেয়ার জন্য মা ও শিশু কেন্দ্রে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে;
- বাড়ির প্রতিটি মেয়ে লেখাপড়া করছে;
- প্রতিটি বাড়ি পরিচ্ছন্ন ও প্রতিটি বাড়িতে ফল,ফুল,ওষুধিগাছ ও হাঁস-মুরগী পালন লক্ষ্যণীয়। বেশ কিছু পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু ছাগল ছিলো;
- বাড়িতে আয়বর্ধণ মূলক কর্মসূচি থাকার কারণে করোনার সময়ে পরিবারগুলোকে না খেয়ে থাকতে হয়নি বা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি;

- এমনকি করোনার সময়ও সেবিকারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনা থেকে বাঁচার জন্য কোন কোন বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছে। ফলে এই পরিবার গুলো তুলনামূলকভাবে কম আক্রান্ত হয়েছে;

- করোনাকালীন সময়ে সংস্থার কর্ম এলাকায় যুব নারী ও পুরুষরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য, মাস্ক ও হ্যান্ডস্যানিটাইজার বিতরণ করেছে;
- নিঝুমদ্বীপসহ যেসব অঞ্চলে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অনুপস্থিত সেখানে স্থানীয় যুবক ও সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীরা মিলে টিকাদান কর্মসূচি সফল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে;
- সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার প্রাক্কালে সতর্কীকরণ সংকেত প্রচারে স্থানীয় যুবক, ভলান্টিয়ার ও সংস্থার কর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে;
- নিঝুমদ্বীপ ও চানন্দীতে স্থানীয় প্রবীণরা বাল্যবিবাহ রোধ ও সচেতনতা তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

যে সব বিষয়ে নজর দিতে হবে :

- নারীরা এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হলেও নারীরা তাদের টাকা নিজেদের সিদ্ধান্তে ব্যবহার করতে পারেননা। এমনকি কোনো কোনো নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যেতে পারেননা। সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে পুরুষদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
- বেশির ভাগ মেয়ে শিশুর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষ করে চানন্দী ও ধানসিঁড়ি ইউনিয়নে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি । প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৫ জন করে সন্তান রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম বাড়াতে হবে।
- মূলধারার শিক্ষা যেমন সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ার আগ্রহ কম মাদ্রাসা শিক্ষায় স্থানীয় মানুষের আগ্রহ বেশি;
-
- কিছু কিছু এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছেলে-মেয়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে;
- গর্ভবতী বা প্রসূতি মাকে মা ও শিশু কেন্দ্রে বা উপজেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়, কিন্তু তার কোনো রেজিষ্টার নেই বা তার কোনো ফলোআপ থাকেনা। আপডেট রেজিষ্টার রাখতে হবে। নারী প্যারামেডিক এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- নারীদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে ও স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বাড়ানো। পুষ্টিতথ্য বিশেষ করে রক্তশূন্যতা ও প্রসুতি মায়ের যত্ন সম্পর্কে তথ্য আরও সহজলভ্য করা;
- সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে কিশোর কিশোরীর বয়সন্ধির চাহিদা, স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো উপেক্ষিত থাকছে। ফলে তারা ইনকেফশন ও পিরিয়ড অনেকদিন স্থায়ী হওয়া, অনিয়মিত পিরিয়ড, রক্তশূণ্যতা ও ইউরিন ইনফেকশনে ভুগছে;

- নদী ভাঙন এই এলাকার সাধারণ সমস্যা বিশেষ করে চানন্দী ইউনিয়নে একটি অংশ ক্রমাগত ভাঙনের কবলে পড়েছে। ইতোমধ্যে ৩০০ পরিবার নদীভাঙনের শিকার হয়ে স্থানচ্যুত হয়েছে। আরও দুইশতাধিক পরিবার ভাঙনের হুমকিতে রয়েছে। এর মধ্যে চানন্দী ইউনিয়নের একটি সমৃদ্ধি কেন্দ্র নদীতে বিলীন হয়ে গেছে।

পৃ. নং: ০৩

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত ও এর ফলে জীবিকার পরিবর্তন বেশ চোখে পড়েছে। জমিতে বা বাড়ির উঠোনে জলাবদ্ধতা হচ্ছে ফলে ফলের গাছসহ অন্যান্য কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিঝুম দ্বীপ ও চানন্দী ইউনিয়নের বেশিরভাগ এলাকা জোয়ায়ের পানিতে প্লাবিত হওয়ার কারণে লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে স্থানীয় কৃষি, গবাদিপশু লালনপালন ও সুপেয় পানি অভাব দেখা দিচ্ছে। ফলে স্থানীয় মানুষের জীবিকা যেমন হুমকির মুখে পড়েছে তেমন চর্মরোগ, চোখের বিভিন্ন রোগ সহ বিভিন্ন নতুন নতুন রোগবালাই দেখা দিচ্ছে;

সমৃদ্ধি কর্মসূচির পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ সভা

২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জেলা বিআরডিবি মিলনায়তনে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা সমৃদ্ধি কর্মসূচির পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ সভার আয়োজন করে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মী, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দসহ নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

সভায় চানন্দী, ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন ও নিঝুম দ্বীপের সকল সাস্থ্যসেবাদানকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যপরিদর্শক ও শিক্ষিকা ও যুব প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নোয়াখালি সদর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ডা: নাইমা নুশরাত ও প্রধান শিক্ষক ও মাষ্টার ট্রেইনার মোমেনা আক্তার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত চলমান বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করেন ও প্রায়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

করোনাকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার কারণে নিবেদিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপরিদর্শকদের পুরষ্কৃত করা হয়। নতুন জেগে ওঠা চানন্দী ইউনিয়নের বিচ্ছিন্ন জনপদে হাজারেরও বেশি মানসম্মত প্রসব করানোর কারণে চানন্দী ইউনিয়নের প্যারামেডিক রোমানা আক্তারকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়।

সভায় তিনটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মো: নরুন্নবী, ও দোলন মজুমদার নিঝুম দ্বীপ থেকে, চানন্দী ইউনিয়ন থেকে মো: শফিক, রোমানা আক্তার, মোঃ আতিকুল্লাহ বেলাল এবং ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন থেকে মোঃ দুলাল উদ্দিন, দেলোয়ার হোসেন তুহীন ও নিলুফা আক্তার কর্মসূচির কর্মকান্ড ও অগ্রগতি তুলে ধরেন। সংস্থার প্রকল্প পরিচালক মোঃ আহসানুল করিমের সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী মোঃ তামজিদ উদ্দিন, সমন্বয়কারী মানবসম্পদ ও প্রশাসন মোঃ হুমায়ুন কবির সিকদার ও সমন্বয়কারী রির্সাচ ও ডকুমেন্টেশন বাসন্তি সাহা উপস্থিত ছিলেন।

কপ-২৭ এর প্রাক্কালে আয়োজিত সেমিনারে নাগরিক সমাজের অভিমত

উন্নত দেশগুলোকে ১০০ বিলিয়ন ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

উন্নত দেশগুলোর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন দেশগুলোর মধ্যে উন্নত দেশগুলোর প্রতি আস্থা তৈরি করবে এবং ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা কমিয়ে আনার জন্য গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ সিরডাপ মিলনায়তনে কোষ্ট ফাউন্ডেশন, সিপিআরডি আয়োজিত সেমিনারে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এ মতামত ব্যক্ত করেন। মিশর এর শার্ম এল শেখ এ অনুষ্ঠিতব্য কপ-২৭ জলবায়ু সম্মেলনের প্রাক্কালে নাগরিক সমাজের অভিমত ও বাংলাদেশের অবস্থান কী হতে পারে ?এই আলোচনাকে সামনে রেখে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা থেকে নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম অংশগ্রহণ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বিপন্ন দেশগুলোর মধ্যে একটি এবং এই অভিঘাত এখন বিশ্বজুড়েই বাস্তবতা।

গত কপ-২৬ গ্লাসগো সম্মেলনে বিপন্ন দেশগুলো এই অভিঘাত মোকাবেলা ও অভিযোজনের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়েছিল যা কেবল প্রতিশ্রুতি পর্যায়েই রয়ে গেছে। আমরা আশা করবো এই সম্মলনে অভিযোজনের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় করার ব্যাপারে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আমরা হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ অঞ্চলে কাজ করছি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা এখন ওখানে দৃশ্যমান।

পৃ. নং: ০৪

আমরা পিকেএসএফ এর সহায়তায় জলবায়ু অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করছি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ কার্বন ইমিশন কমিয়ে উষ্ণতা কমিয়ে আনা কোনো দেশের একার পক্ষে সম্ভব না। এজন্য উন্নত দেশগুলোকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।

তথ্যে অভিগম্যতা মানুষের অধিকার

পিকেএসএফ-এর উৎসাহ, আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় প্রান্তের মানুষের কণ্ঠস্বরকে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া, এসডিজি ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার তথ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট তথ্যসেবা প্রান্তের মানুষের কাছে সহজলভ্য করার জন্য ২০১৫ সালের ১২ নভেম্বর রেডিও সাগরদ্বীপ এর যাত্রা শুরু হয়। পিকেএসএফ এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে রেডিও সাগরদ্বীপ- এর আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু হয়। সম্প্রচার শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সংস্থার চলমান আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিসমূহের পাশাপাশি দ্বীপাঞ্চলের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা ও লাগসই প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসসহ গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। রেডিও সাগরদ্বীপ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় দুই লক্ষাধিক পরিবারকে এই তথ্যসেবা দিয়ে থাকে।

বর্তমানে হাতিয়া দ্বীপে অবস্থিত সংস্থার ফাউন্ডেশন অফিস ভবনে রেডিও সাগরদ্বীপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রেডিও সাগরদ্বীপ ৯৯.২ এফএম অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। দুর্যোগে ও দুঃসময়ে দ্বীপাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিয়মিত আবহাওয়া সংকেত প্রদান, উদ্ধার কার্যে পরামর্শ, যানবাহনের হালনাগাদ তথ্য, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষা ও কৃষির ক্রমবিকাশ , এলাকার সাংস্কৃতিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রচার করে রেডিও সাগরদ্বীপ ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশংসা অর্জন করেছে।

মুররা মহিষ চাষ করে নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছেন কৃষক - মো: নুরুজ্জামান

হাতিয়া দ্বীপে মুররা মহিষ পালন শুরু করেছেন কৃষকরা । মুররা মহিষ ভারতীয় প্রজাতির একটি মহিষ। ভারতের হরিয়ানা দিল্লী ও পাঞ্জাবে এই মহিষ বেশি পালন করা হয় । এই মহিষের দুধ উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি । ফ্যাটযুক্ত দুধ উৎপাদনে এই মহিষ সেরা জাত। এর দুধে প্রায় ৭% ভাগ ফ্যাট রয়েছে। এ কারণে হরিয়ানায় একে কালো সোনা বলা হয়।

গবেষণা ও সংরক্ষণের অভাবে দেশী জাতের মহিষ হারিয়ে যাচ্ছিল। দেশী মহিষগুলো আকারে ছোট হতো। মাংশ ও দুধ কম হতো । ফলে চাষীরা দেশি মহিষ পালনে উৎসাহ হারাচ্ছিলেন।

এ অবস্থায় পিকেএসএফের পরামর্শে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা মুররা মহিষ পালনে চাষীদের উৎসাহিত করে। এটাতে মাংস ও বেশি হয় ও প্রতিদিন প্রায় ৮ থেকে ১০লিটার দুধ পাওয়া যায়। প্রতি লিটার দুধ সর্বোচ্চ ৮০ টাকায় বিক্রি হয়। ফলে এই মহিষ পালন এখন লাভজনক হয়ে উঠেছে। এমন একজন চাষী মোঃ নুরুজ্জামান। তিনবারে বাইশ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা থেকে। ৫ বছর ধরে তিনি এই খামার গড়ে তুলেছেন। মুররা মহিষ শান্ত মাহিষ কম জায়গায় ঘরেই পালন করা যায়। রোগ বালাইও কম হয়। তিনি বলেন, হাতিয়াতে মাত্র একজন পশু ডাক্তার । উনি যথাসাধ্য সেবা দিচ্ছেন। ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

নুরুজ্জামানকে দেখে দ্বীপের আরও অনেকেই মুররা মহিষ পালনে উৎসাহিত হচ্ছেন। হাতিয়া দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল। বন্যা ঘূর্ণিঝড় ও খরায় গরু ছাগলের তুলনায় মহিষের টিকে থাকার ক্ষমতা বেশি। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে এই মুররা মহিষ পালন দেশের অর্থনীতির জন্য লাভজনক হবে।

কেবল দুধ আর মাংস নয়। এই মহিষের দুধ থেকে এখন উন্নত মানের ঘি, দধি, পনির, মিষ্টি, ছানা তৈরি হচ্ছে । এটা সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা গেলে এটা দেশীয় বাজারে বা বিদেশে রপ্তানির একটা সম্ভাবনাময় খাত হয়ে উঠেতে পারে।

সম্পাদনা পর্ষদ : বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম, মোঃ হুমায়ুন কবীর সিকদার ও অন্তরা তালুকদার। | নির্বাহী সম্পাদক: বাসন্তি সাহা।
সহযোগিতায় : সালমান মো: ফারাভী তাসনিম বিনতে মুখলিস, তানিয়া সুলতানা সাইরিন, সাজনীন সিফাত।
প্রকাশনায়: দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, প্রধান কার্যালয় | ২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।